কিশোরকুমারের মৃত্যু : টালিগঞ্জের প্রতিক্রিয়া

বাংলা ছায়াছবিও ক্রমে ক্রমে কিশোর নির্ভর হয়ে উঠছিল। একাধিক বাংলা ছবির জন্য তিনি গান গেয়েছেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে বাংলা ছবি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং কিশোরের মৃত্যু বাংলাছবিকে নতুন করে কোন সমস্যার সামনে দাঁড় করাল কিনা তারই উত্তর এই প্রতিবেদনে।

লুকোচুরি-র কথা বাদ দিলে কিশোরকুমার প্রথম খুব বড়ভাবে বাংলা ছবিতে এসেছিলেন 'রাজকুমারী'-র সূত্রে। 'লুকোচুরি'-র কথা বাদ দেওয়ার কারণটা হল ছবিটির প্রযোজক ছিলেন কিশোর নিজেই। এবং ছবিটি তৈরি হয়েছিল বোম্বাইতে। যাতে বাংলা ফিল্ম ইনডাস্ট্রি কতটা লাভবান হয়েছিল বলা শক্ত। এমন আরও দু' একটি ছবির কথা বলা যায়, যার প্রযোজনার সঙ্গে কিশোরকুমারের নাম জড়িয়ে না থাকলেও তিনি ছিলেন ছবিগুলির সঙ্গে জড়িয়ে যদিও ছবিগুলি বোম্বাইতে তৈরি। যেমন 'দুষ্টু প্রজাপতি' কিংবা 'মধ্য রাতের তারা'। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক, এসব ছবিতে কিশোর কেবল গান গেয়েছেন তা নয়, অভিনয়ও করেছিলেন। সে যাই হোক, 'রাজকুমারী' থেকেই শুরু করা যাক। কারণ এই ছবিটির মাধ্যমে বাংলা ছবির সঙ্গে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী কিশোরকুমারের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তার আগে তিনি কোনও কোনও ছবিতে একটা কিংবা দুটো গান গেয়েছিলেন। স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। বিশেষভাবে বলতে হয় 'চারুলতা'-য় তাঁর কণ্ঠে 'আমি চিনি গো চিনি'-র কথা। সেই প্রসঙ্গ ভিন্ন। আমি বলতে চাইছি তথাকথিত কমার্শিয়াল বাংলা ছবির ক্ষেত্রে কিশোরকুমারের অবদানের কথা। কীভাবে তিনি প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুতে বাংলা ছবির কতখানি ক্ষতি হল—এসব কথাই।

'রাজকুমারী'-তে কিশোরকুমার অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন এবং তাঁর গাওয়া সব গানগুলো ছিল উত্তমকুমারের ঠোঁটে। ছবিটা তখন চলেনি এবং ছবিটার সুবাদে এর গানও হিট হয়নি। গানগুলি হিট হয়েছিল পরে অর্থাৎ বাইরে, রেকর্ড জনপ্রিয় হয়ে যাবার

SUN & MOON

ঝড় অথবা প্রবল বাতাসে
নেভে না এমনই লন্ঠন

- অধিক আলোর জন্য।
- বেশী দিন চলে কেননা খাঁটি টিন প্লেট দ্বারা নির্মিত।
- জার্মান কারিগর দ্বারা প্রস্তুত বার্ণার।
- পিতলের উইক টিয়ুবযুক্ত।
- ISI অনুমোদিত ডিজাইনে প্রস্তুত।
- ঝড়ে বা প্রচণ্ড বাতাসে নেভে না।
- নং 1 (270) গোল চিমনীযুক্ত।
- ভারতে সর্বাধিক বিক্রীত।

MODI ENTERPRISES

মোদী ল্যান্টার্ন ওয়ার্কস
মোদী নগর–201204

দরুন। ছবিতে গান শুনে দর্শকদের ভাল লাগেনি কেন? একটাই কারণ, উত্তমকুমারের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কিশোরকুমারের কণ্ঠ খাপ খায়নি। মেলেনি। পরে কিশোর নিজেই সেটা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, 'আমারই ভুল। উত্তমকুমারের কণ্ঠস্বরটা না বুঝেই আমি গেয়ে গেছি। বুঝে গাইলে এমন ঘটনা ঘটত না।' এর প্রমাণ আমরা পরে পেয়েছি। পরে তো দর্শক উত্তমকুমারের লিপে তন্ময় হয়ে কিশোরকুমারের গান শুনেছেন, শুনে গেছেন বহু ছবিতে। 'অমানুষ'-এর কথাই ধরুন না। 'রাজকুমারী' এবং 'অমানুষ'-এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি বছর। এই সময়টাতে কিশোরকুমারকে, বাস্তবিক বড়ভাবে কাজে লাগাবার কথা ভাবেনি বাংলা ছবি। এক অর্থে ঝুঁকি নেয়নিও বলা যায়। ভয়টা ভেঙে দিয়েছিলেন শক্তি সামন্ত। ছবির সুরকার ছিলেন শ্যামল মিত্র। 'অমানুষ'-এর অসামান্য সাফল্যের পর আর বাংলা ছবি কিশোরকুমারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েনি। উল্টো, এই শিল্পীর ওপর ক্রমশ যেন নির্ভর করতে শুরু করে। উত্তমকুমারের লিপে কিশোরকুমারের গান আমরা শুনি 'আনন্দ আশ্রম' এবং 'ওগো বধূ সুন্দরী'-তে। একটা সময় ছিল যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিলেন উত্তমকুমারের ঠোঁটে। তারপর একইভাবে মান্না দে। হেমন্ত বা মান্নাবাবু বহু ব্যবহৃত হয়ে ওঠার দরুন বাংলা ছবির পরিচালকেরা ধীরে ধীরে কিশোর-মুখী হয়ে উঠেছিলেন এটা যেমন সত্য, তেমনি

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট করার সময় রেকর্ডিং স্টুডিওতে কমল ঘোষ, হেমন্ত মুখার্জি,

লীনা ও কিশোর

কিশোরকুমার ও কিশোর ইউনিটের ক্যামেরাম্যান রতন মুখার্জি

এও সত্য, সময়ের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে হেমন্ত-মান্নার জনপ্রিয়তা কমে এসেছিল। এবং এইভাবেই বাংলা ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী কিশোরকুমারের উত্থান। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর বাংলা ছবি যখন 'গান' নামক উপাদানটিকে ধরে বাঁচতে চাইল তখন কিশোরকুমারের ওপর কিছুটা নির্ভরশীল হতেই হল তাকে। তাছাড়া কোনও উপায় ছিল না বলেই। কারণ এর মধ্যে হিন্দি ছবির জগতে কিশোরকুমার হয়ে উঠেছিলেন একটি নাম। যার নামে দর্শক উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যার গান শুনতে শুনতে দর্শকদের পা পড়ে তালে তালে। বাংলা ছবি তখন এই কিশোরক্যারিশমাকে কাজে লাগিয়ে সফলও হল। তার হাতে গরম প্রমাণই হচ্ছে 'অনুরাগের ছোঁয়া' (সুরকার অজয় দাশ) অথবা 'বৌমা' (সুরকার : কানু ভট্টাচার্য)। বোম্বাইয়ের সুরকারেরাও যখন বাংলা ছবির কাজ করতে এলেন তখন তাঁরাও কিন্তু কিশোরকুমারকে বাদ দিয়ে গান ভাবতে পারলেন কই ? এর সপক্ষে উদাহরণ একাধিক। 'ত্রয়ী' (সুরকার : রাহুল দেববর্মন)' প্রতিদান (সুরকার : বাপি লাহিড়ি) এবং 'প্রতিকার' (সুরকার : বাপি লাহিড়ি)। সাম্প্রতিককালে ব্যতিক্রম বোধহয় একটি ছবির বেলাতেই ঘটেছে, তা হল 'একান্ত আপন'। কারণ সেখানে সেভাবে পুরুষ কণ্ঠের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এখন চলছে 'অমরসঙ্গী'—সেখানেও রয়েছে কিশোরকুমারের গান। এবং ছবিটি যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তার মূলেও কিন্তু অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা হচ্ছে ছবির গানকে। বিশেষ করে কিশোরকুমারের গাওয়া গানকে। 'অনুরাগের ছোঁয়া' ছবিটির তুমুল সাফল্যও তো গানের জন্য চিহ্নিত। সেখানে কিশোর কুমারের গানগুলি আজও বাজে ঘরে ঘরে। শুধু গান-প্রধান ছবি নয়, আজ যাঁরা টালিগঞ্জে অ্যাকশনধর্মী ছবি করছেন তাঁরাও কিন্তু গানকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। এবং তাঁদের ছবিতে গান মুখ্যত লতা-আশা-কিশোরের ওপরেই আজকাল নির্ভরশীল। কিশোর চলে গেলেন, অতঃপর আর কে রইলেন পুরুষদের মধ্যে ? অতএব, কিশোরকুমারের মৃত্যুতে বাংলা ছবি আবার বিপাকে পড়ল, আবার বড় রকমের একটা ক্ষতি হয়ে গেল এতে কোনও সন্দেহ নেই। এবার টালিগঞ্জের প্রতিক্রিয়া, কে কী বলছেন—দেখা যাক।

সলিল দত্ত

আমার কিন্তু মনে হয় না বাংলা ছবির ক্ষেত্রে কিশোরকুমার অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। যে অর্থে একদা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন কিংবা ছিলেন মান্না দে। কারণ বাংলার দর্শক কিশোরকুমারকে এখনও নিজের ঘরের লোক বলে ভাবতে পারে না। তাই তাঁর মৃত্যুতে কলকাতায় সেরকম প্রতিক্রিয়া নেই। হতে পারে বিশ্বকাপের জন্য। কিন্তু যে পরিমাণ হৈ চৈ হওয়া উচিত সেরকম হল না। আমার বাড়ির কাজের লোকটির মুখেও শুনলাম না কিশোরকুমার মারা গেছেন। তবে এটা ঠিক তিনি খুবই গুণী শিল্পী ছিলেন। এবং তাঁর গাওয়ার মধ্যে আলাদা একটা ধরন ছিল। তাছাড়া তিনি অভিনেতা বলে তাঁর গানে অ্যাক্টিংটা পাওয়া যেত। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই অ্যাকটিংটা থাকার জন্য তাঁর গান এতটা জনপ্রিয় হত। আমার কয়েকটি ছবিতে কিশোরকুমার গান গেয়েছিলেন। গান-রেকর্ডিং-এর সময় দেখেছি তিনি প্রথমেই জানতে চান গানটা কার লিপে থাকছে এবং সিচুয়েশনটা কী। এভাবে বুঝে গাইতেন বলেও তাঁর গান উত্তমকুমারের লিপে চলেছে, তাপস পালের লিপেও চলে। কিশোরকুমারের গাওয়ার গুণে গান হিট হত বলে তার অভাবটা আমরা অনুভব করব।

দীনেন গুপ্ত

আমার অনেকগুলি ছবিতে কিশোরকুমার গান করেছেন। তার ফলে তাঁর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। খুবই মুডি এবং মজার মানুষ ছিলেন তিনি। স্কোপ পেলেই মজা করতেন। আমার একটা ছবির গানের কথা ছিল (ছবিটা এখনও মুক্তি পায়নি) 'খুলে যাবে কাছাটা'। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরবাবু গেয়ে উঠলেন 'ফুলে যাবে পাছাটা'। মজার গান, কিন্তু সেনসর এসব কথা শুনলে আটকে দেবে, বলতেই হেসে তিনি বলেছিলেন, চান্স পেলাম মজা করলাম। আপনারাও মজা পেলেন। জীবনের এত সমস্যার মধ্যে হাসবার সুযোগ এলে হাতছাড়া করতে নেই মশাই, কি বুঝলেন? গানে কঠিন বাংলা শব্দ থাকলে 'টেক' হয়ে যাবার পরও তিনি 'ডাব' করে ঠিক করে নিতেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর এতটাই ছিল শ্রদ্ধা। বাঙালিদের ভালবাসতেন। বাংলা ছবিকে। কত লোকে কত কথা বলে, কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে, আমার মনে হয় না তাঁর সঙ্গে কোনও বাংলা ছবির প্রযোজক কোনও দিন সমস্যায় পড়েছেন। নিজে একটা বাংলা ছবি করার কথাও ভাবছিলেন ইদানিং। 'লুকোচুরি' রি-মেক করার কথা অমিতকে নায়ক করে। সব মিলিয়ে আমি বলব বাংলা ছবির বড় ক্ষতি হয়ে গেল। পুরুষ কণ্ঠ আর রইল কই। কার গলা বিক্রি হয়? শুধু বাংলা ছবির নয়, ক্ষতিটা হিন্দি ছবিরও। আমরা এখানকার লোক, এখানকার কথাই বলছি। কলকাতার আজকের শিল্পীদের নিয়ে আমি চেষ্টা করিনি তা নয়। আমার অভিজ্ঞতা বেশ তেঁতো। একই সুরে গানগুলি কিশোরকুমার গাইলে, আমি জানি, তার চেহারা হত অন্যরকম।

অজিত লাহিড়ি

কিশোরকুমারকে কলকাতায় এনে একমাত্র আমি'ই গান রেকর্ড করিয়েছি। ছবিটি হল 'পদ্ম গোলাপ'। সুরকার ছিলেন শ্যামল মিত্র। লোকে যে যাই বলুক, কিশোরকুমার শুধু যে গুণী শিল্পী ছিলেন তা নয়, ছিলেন বড়মাপের মানুষও। বড় হৃদয়ের মানুষ। মাত্র পাঁচশ টাকায় আমি তাঁকে দিয়ে দুটো গান গাইয়েছিলাম। অভাবনীয় ব্যাপার, বলতে পারেন অনেকেই। কিন্তু এটাই ঘটনা। আমি সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম বোম্বাইতে। এবং পরিষ্কার বলেছিলাম, আমার কাছে তেমন টাকা নেই। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে এসেছি। এই হচ্ছে গান। সব শুনে তিনি বলেছিলেন, 'টাকাটাই আমার কাছে সব নয়।' তারপর কিশোরকুমার নিজের খরচে কলকাতায় এসেছিলেন, নিজের খরচে হোটেলে থেকে আমার ছবির গান করে গিয়েছিলেন। এতে শিল্পী এবং মানুষ কিশোরকুমারকে একইসঙ্গে চিনে নেওয়া যায়। তাছাড়া আমি দেখেছি, বাংলা ছবির প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা। বাংলা গানের প্রতিও। আজকের কমারশিয়াল ছবিগুলি তাঁকে ব্যবহার করছিল। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা ছবির ক্ষতি তো হলই।

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

সাধারণভাবে বাংলা ছবির কী ক্ষতি হল তা আমি জানি না। আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমরা একজন প্রতিভাধর শিল্পীকে হারালাম। যে প্রতিভার অনেকটাই অব্যবহৃত থেকে গেল। কিশোরকুমার 'সিরিয়াস' গায়ক ছিলেন সেটা আমরা বুঝি যখন তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শুনি আর সলিল চৌধুরীর সুরে কিছু গান। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে আমাদের চারপাশের পরিবেশ হয়ে ওঠে রাবীন্দ্রিক। জর্জ বিশ্বাসের পর এমন দরাজ গলায় রবীন্দ্রনাথের গান আর কার কাছে এখন শুনব আমরা?

প্রভাত রায়

বাংলা কমার্শিয়াল ছবির একটা বড় উপাদান হচ্ছে গান। গান না থাকলে চলবে না। তাই অ্যাকশন-ওরিয়েন্টেড ছবিতেও গান কিন্তু উপেক্ষিত হয় না তেমন হিন্দি ছবিতেও হয় না। এবং আমার দুটো মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিতেই একই ঘটনা ঘটেছে। গান ছিলই। যতদিন আমি ছবি করব, গান থাকবেও। কিন্তু কিশোরদা নেই, থাকবেন না—এই সত্যটা এখনও আমি মেনে নিতে পারছি না। কারণ তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আজকের নয়, দীর্ঘদিনের। অল্পদিন আগে বোম্বাইতে গিয়েছিলাম আমি, হঠাৎই একদিন কিশোরদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা হিন্দি ছবির গান রেকর্ড করছিলেন। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে বলছিলেন—'আর গান গাইছি না বুঝলে। এবার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। ঘুমোব।' এই কথাটাই বেশি করে মনে পড়ছে এখন আমার। বাংলা ছবিতে আজকাল কিশোরদা খুব গাইছিলেন। তাঁর গান হিটও হচ্ছিল। প্রধানত গাওয়ার গুণে। আপাতত তাঁকে রিপ্লেস করার মতো কে আছেন, শুধু এখানে কেন, বোম্বাইতেও তে কেউ নেই।

নন্দু ভট্টাচার্য

কিশোরকুমার পরিচালিত একাধিক ছবির ক্যামেরাম্যান । সম্প্রতি কলকাতায় কাজ করছেন ।] প্রযোজক-পরিচালক

কিশোরকুমারকে আমি চিনি । আমি চিনি মানুষ কিশোরকুমারকে । বাইরে থেকে যাকে দেখে লোকে কেবল ভুলই বোঝে । অল্পদিন আগে কিশোরবাবুর ছবি 'মমতা কী ছাঁওমে'-র শুটিং করছিলাম । লাঞ্চ-এ খাবার এল । তিনি দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেটা বাতিল করে বললেন, 'অন্য কোথা থেকে ভাল খাবার নিয়ে এস । কাল থেকে ভাল খাবার না এলে শুটিং হচ্ছে না ।' প্রযোজক হয়ে কেউ এভাবে নিজের ক্ষতি করতে চায় ? কিশোরকুমার করেছেন । একবার নয়, একাধিকবার তিনি এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন । কারণ কিশোরবাবু নিজে কখনও ইউনিট থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখেননি ।

কিশোর ও রাহুলদেব

ইউনিটের সকলের জন্য তাঁর শুটিং-এ থাকে একই ব্যবস্থা । তিনি ফাইভ স্টার-এ থাকলে আমরাও থাকি । এ ছাড়া বাংলা ছবি বা বাঙালিদের জন্য অসম্ভব টান তিনি অনুভব করতেন । সেদিক থেকে তাঁর মৃত্যু বাংলা ছবিরও বড় ক্ষতি ।

অলোকনাথ দে

[খ্যাতনামা মিউজিক অ্যারেঞ্জার] আমার সঙ্গে কিশোরকুমারের যোগাযোগ ঘটেছে কয়েকবার । তিনি আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন । ওঁর যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডটি বের হয় তার কয়েকটা গান আমি অ্যারেঞ্জ করেছিলাম । প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় আমার সেখানেই । ভগবানদত্ত কণ্ঠস্বর । গানের ভাবভঙ্গি একেবারে আলাদা, কারুর সঙ্গে মিল নেই । কিশোরকুমারের গান, গানের জগতের একটা ভিন্ন ধারা বলতে পারেন । এমন নিখুঁত উচ্চারণ খুব কম শিল্পীর রয়েছে । এতদিন ধরে এত শিল্পীর সঙ্গে কাজ করলাম—কিশোরকুমারের মতো আমি অন্তত কাউকে পাইনি । তাঁর গলায় যে সুর ছিল, সেই সুর বাংলা ছবি আর পাবে না, এটাই বড় দুঃখের । ভাবনারও । কাকে দিয়ে ওইসব গানগুলো গাওয়ানো হবে এখন ? 'চারুলতা' বা 'ঘরে বাইরে'-তে যে গান তিনি গেয়েছিলেন তাই বা কে গাইবে ? আমি তো আমার চারপাশে কাউকে দেখছি না !

সাক্ষাৎকার : স্বপনকুমার ঘোষ

শুভম্ এর পক্ষে
স্বীকারোক্তি-র
শিল্পী
এবং
কলাকুশলীবৃন্দ
রঙমহল

প্রজাপতি-র পক্ষে
ফেরা-র
শিল্পী
এবং
কলাকুশলীবৃন্দ
বিশ্বরূপা